ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ	
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)	
		<u>উপস্থিতঃ</u> বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল	
		ফৌজদারী রিভিশন নং- ৪৬৩/২০০৬	
		ফজল আহাম্মদ	
		আসামী-দরখাস্তকারী।	
		-বনাম-	
		রাষ্ট্র	
		প্রতিবাদী।	
		এ্যাডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর আলম	
		আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।	
		এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে	
		এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল	
		এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল	
		রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।	
		শুনানী তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৩ এবং রায় প্রদানের	
		তারিখঃ ২০.০৭.২০২৩।	
		বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ	
		বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল	

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-২৬৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর আলম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর আলম এবং রাষ্ট্র প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকিম, চট্টগ্রাম কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ২৩৬/২০০৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৮.২০০৫ তারিখের রায় ও

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ দভাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-Prosecution case in brief is that the parties had connection with land-property. 04.04.2003 at about 10.30 A.M. the accused person crossed the boundary of Informant's land and started make House. Being verbally opposed by informants wife and daughters the accuseds bit them. Accused Fazal Ahmed with an intention to kill P. W. Zahanara, the Informant's Daughter stroke with Kiris (Knife) which hurt her left Palm at the joint of thumb and index finger. FIR was lodged with Karnafuli P.S. and thereby Case No.03 dated.11. 04. 2003 of the said P.S. started Business with the treatment of the victim was cited as the cause of delay to lodge the FIR. Police after investigation submitted charge sheet against 05(five) accused persons with allegation of offences u/s 447/326/324/323/307 Penal Code. On hearing at the trial stage, charge was framed against accused (1) Fazal Ahmed, (2) Rafique Ahmed and (3) Md. Shafique for offence u/s. 447/323/326/307 Penal Code to which they pleaded not guilty and claimed to be tried. Other two accds. were discharged *u/s.* 241(a) Cr.P.C. Prosecution examined 06 (six) witnesses. They ware cross-examined by the defence. The accused persons examined u/s. 342 CR.P.C. The defence case is that the accds, are not guilty. No such occurrence as alleged occurred, Prosecution case is a false one, the Informant stated the against them out of enmity Defence adduced were no witnesses. Points for determination :-(I) Whether the accds. on 04.04.2003 trespassed into *Informant's land.*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(II) Whether they beat informant's wife and two
		daughters.
		(III) whether accd. Fazal Ahmed caused grievous
		hurt/hurt to P. W. Zahanara with kiris (Knife).
		(IV) Whether the needs, intended to kill PW Zahanara.
		(V) Whether the prosecution has been able to prove the
		case beyond any reasonable doubt.?
		Discussion of Evidences
		P.W. 1 the informant Khyer Ahmed deposed
		corroborating his F.I.R. He stated that the accds. beat
		his two wives and stroke his daughter Zahanara with
		knife (Kiris) at her left palm.
		P.W. 2 Md. Rafique son of Lokman Chowdhury
		stated that hearing hue and cry he went to the P. O.
		There was altercation among the women. Fazal Ahmed
		caused hurt at the joint of thumb at the left Palm of
		Zahanara. He (PW2) snatch the kiris away from accused
		Fazal Ahmed.
		P. W. 3 Zahanara deposed corroborating the case
		and she showed her wound at the Joint of thumb and
		Index under finger of the left Palm. She also described
		the Incident of beating by the accds.
		P. W. 4 Nurzahan is the wife of P. W. 1. She
		showing by acting how her daughter P.W-3 was hurt at
		the Palm by accd. Fazal with kiris.
		P.W. 5. Ayesha is also another wife of P. W. 1.
		She deposed and corroborated the case.
		P.W. 6 M. O. deposed and marked the M/C. and
		his Signature. He denied the suggestion that the wound
		was from "Boti" while cutting vegetables.
		Findings with Reasoning's-
		All the P.Ws corroborated each other and the
		Case. No major discrepancy is found in the cross

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
	l l	examinations. The P. W. 3 admitted that there was
		conflict in connection with land properties but denied
		the suggestion put by the defence that the case was a
		false one. Defence tried to make notice that no neighbor
		was examined as P. W. 2 stated in cross-examination
		that woman and children from adjacent houses came a
		the P.O. out of those P. W. 2 Rafique was examined.
		Though P. W. 1, P. W. 3, P. W. 4 and P. W. 5 are
		related and from the same family they seemed to b
		confident and truthful.
		P. W. 3 the victim Zahanara deposed confidently
		which was noted down while recording her statement i
		cross examination and showed the wound on 27.10.200
		about $1\frac{1}{2}$ year after the occurrence.
		I thing only P. W. 2 Rafique's statement i
		sufficient to prove the case. He was a neighbou
		independent and seemed to be reliable witness. H
		deposed with confidence (noted down by the court while
		recording his deposition) that he himself snatched awa
		the kiris from accd. Fazal Ahmed. No majo
		discrepancy of fatal point came out of cross
		examination.
		The existence of cut wound by a sharp cuttin
		weapons is admitted by the defence. They suggested the
		would right be with a Boti while cutting vegetables. Th
		M. O. denied that. He stated in the cross-examination
		that the situation suggested that the wound was not
		such one. It was inflicted.
		P. W. 1, P. W. 3 P. W. 4 stated that the accd.
		were making house of informant's land and they als
		beat other P.Ws. But only in dependant witness P. W.
		Rafique said nothing in this connection. He only state

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
<u> </u>		about the injury caused by Fazal Ahmed upon P. W.
		Zahanara. He also did not say that the stroke was aimed
		at the Head of PW Zahanara with an intention to kill
		her as alleged in the FIR. So the matter of hurt at the left
		plam of PW Zahanara caused by accd. Fazal Ahmed
		appears to be proved beyond any reasonable doubt but
		the matters of Criminal trespass, beating other PW 3
		attempt to commit murder remains not proved.
		The hurt at the palm may not be taken as grievous
		as it did not endanger life and it did not make the victim
		unable to perform her normal life for more than 20
		(twenty) days. It may be said that the hurt was not a
		grievous one.
		Decision:
		From FIR. C.S. M/C. and evidences it appears
		that the prosecution has been able to prove the offence
		u/s. 324 against accd. Fazal Ahmed beyond any
		reasonable doubt. He is liable to be punished for the
		offence committed. But as the offender is not a habitual
		one and it was in incidental offence the extent of
		punishment may be Lessened. The other allegation
		against him and all other accd. persons are not proved
		beyond any reasonable doubt.
		So, accd. Faza Ahmed is found guilty of offence
		u/s. 324 penal Code and other accds. are not found
		guilty of any offences. Hence it is
		<u>ORDERED</u>
		That accused Fazal Ahmed is convicted and
		sentenced u/s. 245 (2) CR.P.C. to suffer a simple
		imprisonment of 06 (six) months only.
		Other accds are acquitted us. 245 (I) Cr.P.CF.
		Sd/- Sheikh Md. Mobarak
		Hossain 30.08.2005
		(শেখ মোঃ মোবারক হোসেন)
		মুখ্য মহানগর হাকিম, চউগ্রাম।

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ২০

অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৬৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও দভাদেশ নিম্নে

নোট ও আদেশ

অত্র চউগ্রাম সি, এম, এম, আদালতের জি, আর, ২৩৬/২০০৩ নং মামলার প্রসিকিউশন পক্ষ উক্ত মামলার আসামী ফজল আহামদ, রফিক আহামদ, মাঃ শফিক, জরিনা বেগমও বুলবুলি বেগমের বির—দ্ধে দন্ড বিধি ৩২৩/৩০৭ ও ৩২৬ ধারা মতে অভিযোগ আনায়ন করার পর বিজ্ঞে সি, এম, এম, জনাব শেখ মোঃ মোবারক হোসেন সাক্ষী প্রমান গ্রহনন্ডে উপরোক্ত আসামীগনের মধ্যে শুধুমাত্র আসামী ফজল আহামদকে দন্ড বিধি ৩২৪ ধারা মতে দোষী সাব্যন্তু করে ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড দিয়ে ও অন্যান্য আসামীদেরকে খালাস দিয়ে ৩০.০৮.২০০৫ তারিখে যে রায় প্রকাশ করেছেন তার অসম্মতিতে উক্ত আসামী ফজল আহামদ কর্তৃক অত্র ফৌজদারী আপীলটি আনায়ন করা হয়েছে।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, এজাহারকারী আবুল খায়ের আহামদের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী থানার উত্তর শিকলবাহা বিল- । পাড়াস্থ পুরাতন বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করে ১নং আসামী ফজল আহামদ ও অন্যান্য আসামীদেরকে নিয়ে ঘর নির্মান করতে থাকলে এজাহারকারীর মেয়ে জাহানারা বেগম, সোনোয়ারা বেগম ও স্ত্রী নূর জাহান বেগম আসামীগনকে বাঁধা দিতে গেলে আসামীগণ তাদেরকে এলোপাতারী মারধর করেও শ- ীলতাহানী করে ও আসামী ফজল আহাম্মদ জাহানারা বেগমকে হত্যার উদ্দেশ্যে কিরিচ দিয়ে কোপ দিলে তার বাম হতে কোপ লাগে ও গুর—তুর রক্তাক্ত জখম হয়। অতঃপর এজাহারকারী তাদের শোর চিৎকরে ঘটনাস্হলে এগিয়ে গেলে ২/৩ নং আসামী রফিক আহামদ ও মোঃ শফিক তকে মারধর করে দেয়, অতঃপর জখমীদের চিকিৎসা করার পর আসামীদের বির—দ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়।

নথি পর্য্যালোচনায় দেখা য়ায় যে, বিজ্ঞ নি আদালত প্রসিকিউশনের ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর আপীলকারীকে উপরোক্ত মতে দন্ডাদেশ দেয়ার কারনে আপীলকারী অত্র আপীলটি আনায়ন করে আপীলের মেমোতে উলে- খ করেন যে, বিজ্ঞ নি আদালত আসামী আপীলকারীকে দন্ডাদেশ দিয়ে তথ্যগত ও আইনগত ভুল করেছেন, প্রসিকিউশন পক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্তেও বিজ্ঞ নিম্ম আদালত উক্ত

ক্রমিক নং তারিখ

বিষয়টি বিবেচনা করেন নাই, তদন্তকারী দারোগা সাক্ষ্য প্রদান না করলেও

বিজ্ঞ নিমু আদালত উক্ত বিষয়টি বিবেচনা না করে দন্ডাদেশ দিয়ে ভুল

করেছেন, অত্র আপীলটি মঞ্জুর হয়ে বিজ্ঞ নিমু আদালতের তর্কিত রায় ও

দন্ডাদেশ রদ-রহিত হওয়া আবশ্যক এবং আসামী আপীলকারী খালাস পেতে

হকদার মর্মে আদশ হওয়া আবশ্যক।

বিচার্য্য বিষয়

১। প্রসিকিউশন পক্ষ সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে আসামী

আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন

कि?

২। বিজ্ঞ নিমু আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল যোগ্য কি?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

निथ পर्यालाठनाয় দেখা याয় য়, য়ৢल মামলার অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত ১১ জন সাক্ষীর মধ্যে বিজ্ঞ নিয় আদালত ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন ও আসামী আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে মর্মে তাকে উপরোক্ত মতে সাজা প্রদান করেছেন। উক্ত সাক্ষীগন হচ্ছেন পি, ডাব্লিউ-১ এজাহারকারী খায়ের আহম্মেদ, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ রফিক, পি, ডাব্লিউ-৩ তিকটিম জাহানারা বেগম, পি, ডাব্লিউ-৪ নুর জাহান বেগম, পি, ডাব্লিউ-৫ আয়েশা বেগম ও পি, ডাব্লিউ-৬ ডাঃ এম, বি, সালাউদ্দিন। মূল মামলার এজাহারকারী পি, ডাব্লিউ-১ দেখা যায় তার মামলার এজাহারকে পুরোপুরি সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও তিকটিম জাহানারা বেগম পি,

নোট ও আদেশ

তারিখ

ক্রমিক নং

নম্বর২০

डां ब्रिडे- ७ श्रिमात्व थि. डां ब्रिडे- ५ क श्रुताश्रुति ममर्थन करत माक्ष्य मिराः (इन्) এছাড়া পি. ডাব্লिউ- ২. ৪ ও ৫ সবাই একে অপরকে সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আসামী আপীলকারী ফজল আহামদ ধারালো অস্ত্র অর্থাৎ কিরিচ দিয়ে আঘাত করে ঘটনার তারিখে ও সময়ে ঘটনাস্থলে ভিকটিম জাহানারা বেগমকে রক্তাক্ত জখম করেছিলেন। পি. ডাব্লিউ- ৬ ডাক্তার সালাউদ্দিন ভিকটিমের চিকিৎসা করেছিলেন ও তাকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা ঘটনার তারিখে আঘাত করা হয়েছিল মর্মে তার চিকিৎসায় ধর পড়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। সাক্ষীগনের বক্তব্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, পিট,ডব্লিউ-১,৩,৪ ও ৫ একই পরিবার ভুক্ত লোক জন। তবে পি,ডব্লিউ-২ রফিক প্রতিবেশী ও একজন निরপেক্ষ সাক্ষী। এজাহারকারীর আত্মীয় সাক্ষীগন সাক্ষ্য প্রদান করার সময়ে কোন প্রকার অসমর্থিত সাক্ষ্য না দেয়ায় এবং তাদেরকে অবিশ্বাস করার মত কোন প্রকার তথ্য তাদের জেরায় প্রকাশ না পাওয়ায় তাদের সাক্ষ্য দারা ও প্রমানিত হয়েছে যে, ঘটনার তারিখে ও সময়ে ঘটনাস্থলে আপীলকারী ফজল আহামদ ভিকটিমকে ধারালো অস্ত্র দারা জখম করেছিলেন। উপরোক্ত একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী পি, ডব্লিউ-২ এর বক্তব্য দারা প্রমানিত হয়েছে যে, এজাহারকারীর কন্যা ভিকটিমকে ঘটনার তারিখে ও সময়ে ঘটনাস্থলে আপীলকারী ধারালো অস্ত্র দারা জখম করেছিলেন। এবং ডাক্তারের পরীক্ষাতে ও তার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য ना मिला ও তৎ षात्रा श्रमिकिউभन त्रम्भनएए छ भएकत यायना जश्यानिত वा সন্দেহজনক হয় না। কেননা তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী নন. বরং তিনি একজন ফরমাল সাক্ষী মাত্র। তাই এ ক্ষেত্রে আপীলকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩/৩০৭ ও ৩২৬ ধারার অভিযোগ প্রমানিত না হলে ও দন্ড বিধি ৩২৪ ধারার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ফলে বিজ্ঞ নিমু আদালত তাকে দন্ড বিধি ৩২৪ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে যে দভাদেশ প্রদান করেছেন তাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে না। দন্ড বিধি ৩২৪ ধারায় দেখা যায় যে. উক্ত ধারার অভিযোগের জন্য

দভ বিধি ৩২৪ ধারায় দেখা যায় যে, উক্ত ধারার অভিযোগের জন্য কাউকে ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদভ বা অর্থ দভ বা উভয় দভে দভিত করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ নিমু আদালতের দভাদেশে আদৌ অতিরঞ্জিত করা হয় নাই মর্মে প্রমানিত হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা, সাক্ষী প্রমান ও কাগজ পত্র পর্য্যালোচনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় অত্র আদালত সিদ্ধান্তে আসে যে, আসামী আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আসামী আপীলকারী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ফলে বিজ্ঞ নিমু আদালত তাকে দভাদেশ দিয়ে যে রায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
	<u> </u>	প্রকাশ করেছেন তাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি না থাকায় তর্কিত রায় ও দভাদেশ
		হস্তক্ষেপ যোগ্য নয় এমতাবস্থায় অত্র আদালতের গঠিত বিচার্য বিষয়গুলি উক্ত
		মতে নিষ্পত্তি করা হল।
		অতএৰ,
		আদেশ হয় যে,
		অত্র ফৌজদারী আপীলটি দোতরফা সুত্রে নামঞ্জুর হল এবং বিজ্ঞ নিয়ু
		আদালত তার আদালতের জি, আর ২৩৬/২০০৩ নং মামলায় আসামী
		আপীলকারীকে দভাদেশ দিয়ে যে রায় প্রকাশ করেছেন তা বহাল রইল,
		আসামী আপীলকারীর জামিন বাতিল করা হল ও তাকে আদালতে
		আত্মসর্মর্পনের নির্দেশ দেয়া হল। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ন
		ইস্যু করা হোক। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ বিজ্ঞ নিমু আদালতের নথি সতুর
		বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রেরন করা হোক।
		আমার জবানীতে টাইপকৃত,
		এবং আমার দারা শুদ্ধুকৃত।
		স্বা/- এ, এফ এম, মাহরুরুল হক স্বা/- অস্পষ্ট
		তাং ০৯.০১.২০০৬ তাং ০৯.০১.২০০৬
		অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, (এ, এফ এম, মাহবুবুল হক)
		৩য় আদালত, চট্টগ্রাম। অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম।

স্বীকৃত মতেই অত্র মোকদ্দমার ঘটনার তারিখ বিগত ইংরেজী ০৪.০৪.২০০৩ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা। এজাহারকারী আবুল খায়ের আহমেদ এজাহারটি কর্ণফুলী থানায় দায়ের করেছেন ঘটনার ০৭ (সাত) দিন পর বিগত ইংরেজী ১১.০৪.২০০৩ তারিখ বেলা ৯ঃ৩০ ঘটিকায়।

এজাহারকারী তার এজাহারে বলেছেন যে, চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত থাকায় মামলা দায়ের করতে বিলম্ব হয়। এজাহারকারী পি,ডব্লিউ-১ হিসেবে তার জেরায় বলেন " আসামীদের সাথে তাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা আছে। ঘটনাস্থল থেকে আধা মাইল দুরে সিএমসিএইচ। দ্রাইভারের নাম জানিনা। আমি ঘটনার সাথে সাথে মামলা করেছি।"

ডাঃ মোঃ সালাউদ্দিন, এমবিবিএস, এমসিপিএস চউগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চউগ্রাম প্রদন্ত বিগত ইংরেজী ০৫.০৪.২০০৩ তারিখের "Report on injury" পর্যালোচনা করলাম। ডাঃ মোঃ সালাউদ্দিন পি,ডব্লিউ-৬ হিসেবে তার জেরায় বলেন যে, "যখমী Idenfier কে তা লেখা নাই।" তিনি তার জেরায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আরও বলেন যে, "এইরূপ জখম Accident দ্বারা হতে পারে।"
		নথি পর্যালোচনা এটি প্রতীয়মান যে, অত্র মোকদ্দমার কোন চাক্ষুস সাক্ষী
		নাই। কোন জব্দ তালিকা বা আলামত বাদীপক্ষ আদালতে উপস্থাপন করতে পারে
		নাই। মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। কথিত ঘটনার
		৭(সাত) দিন পর থানায় এজাহার দায়ের করা হয়। বিলম্বে এজাহার দাখিলের বর্ণনা
		সন্তোষজনক নয়।
		এজাহারকারী তার জেরায় বলেন যে, " ঘটনার সাথে সাথে মামলা
		করেছি। বাদী তার জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ঘটনাস্থলে আশেপাশে কাউকে
		তিনি সাক্ষী মান্য করেন নাই।"
		সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, জায়গা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের
		काরনে এজাহারকারী অত্র দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা
		মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। রাষ্ট্র পক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৪ ধারার
		অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল
		আদালত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য সঠিকভাবে পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান
		করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।
		বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল
		মোকদ্দমা নং-২৬৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ
		এতদ্বারা বাতিল করা হল।
		অত্র মামলার অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী- ফজল আহমদ, পিতা- মৃত কালা মিয়া, সাং- উত্তর
		শিকলবাহা কমলা পাড়া, থানা- কর্ণফুলী, জেলা- চউগ্রাম-কে দ্ভবিধির ৩২৪ ধারার অপরাধের
		অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হলো।
		অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহিত
		দেওয়া হলো।
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা
		হউক।
		(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)
		<u> </u>